ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ **সারাদিন**

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে মুখ খুললেন কঙ্গনা

পৃঃ ৫

মেসির বাড়িতে হামলা

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ২২০ ● কলকাতা ● ২৭ শ্রাবণ, ১৪৩১ ● সোমবার ● ১২ আগস্ট, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

আর জি কর কাণ্ডে নারী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন

ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

বেবি চক্রবর্ত্তী : নিউজ সারাদিন : আরজি কর কাণ্ডে সারা দেশ জুড়ে প্রতিবাদে ঝড় উঠেছে। এবার রবিবার দুপুরে রাজারহাটের একটি শপিংমলে বেসরকারি সংস্থার অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে আরজিকর ইস্যুতে মুখ খুললেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সাংবাদিকদের সামনে তিনি বলেন, " খুবই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা, ন্যাক্কারজনকও বটে। এমন অপরাধের কোন ক্ষমা নেই। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এই ঘটনায় প্রশাসনের অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। এই ধরনের ঘটনা যেকোনো জায়গায় হতে পারে। দুর্ভাগ্যক্রমে ঘটনাটা ঘটল হাসপাতালে। সিসিটিভির ব্যবস্থা থাকা উচিত। একইসঙ্গে নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরদার করা উচিত"।

হাসপাতালের চিকিৎসকের যদি নিরাপত্তা না থাকে তাহলে বাকি রাজ্যের বাকি মহিলাদের নিরাপত্তা কোথায়? আরজিকর ইস্যুতে এই প্রশ্নই এখন ঘোরাফেরা করছে। যদিও একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমগ্র রাজ্য তথা দেশের নারীদের নিরাপত্তা হীনতার কথা মানতে নারাজ বাংলার মহারাজ। তিনি আরো বলেন, "এই ঘটনা দিয়ে সবকিছুকে বিচার করা উচিত নয়। ভারত এবং বাংলার মহিলাদের জন্য নিরাপদ। তা সত্ত্বেও এরকম কোন ঘটনা যেন না ঘটে তা নিশ্চিত করতে নিরাপত্তা আরো বাড়াতে হবে"।

আরজিকর কান্ডে সরানো হলো হসপিটাল সুপার কে

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : শুক্রবার ভোর রাতে হাসপাতালেই খুন হন এক তরুণী চিকিৎসক । যা নিয়ে আরজি কর তো বটেই রাজ্যের অন্য মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালেও বিক্ষোভ দেখান জুনিয়র এবং সিনিয়র চিকিৎসকরা । এরপরই রবিবার কড়া পদক্ষেপ করল নবান্ন এবং স্বাস্থ্য ভবন। বদলে দেওয়া হল আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের উপাধ্যক্ষকে। হাসপাতালের সুপার সঞ্জয় বশিষ্ঠকে সরিয়ে দায়িত্বে আনা হলো আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের ডিন বুলবুল মুখোপাধ্যায়কে। অন্যদিকে এই সঞ্জয় বাশিষ্ঠকে পাঠানো হলো ন্যাশলনাল মেডিক্যাল কলেজে। এমনটাই সূত্রের খবর। প্রসঙ্গত, পড়ুয়া মৃত্যুর ঘটনায় বুলবুল মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বেই গড়ে উঠেছিল হাসপাতালের ১১ জনের তদন্ত কমিটি। এবার তাঁর উপরেই দেওয়া হল উপাধ্যক্ষের দায়িত্বও।যদিও এরপরও আন্দোলনের রাস্তা

এরপর ৩ পাতায়

ভারতের প্রাক্তন বিদেশ মন্ত্রী নটবর সিং প্রয়াত

শোকবার্তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির

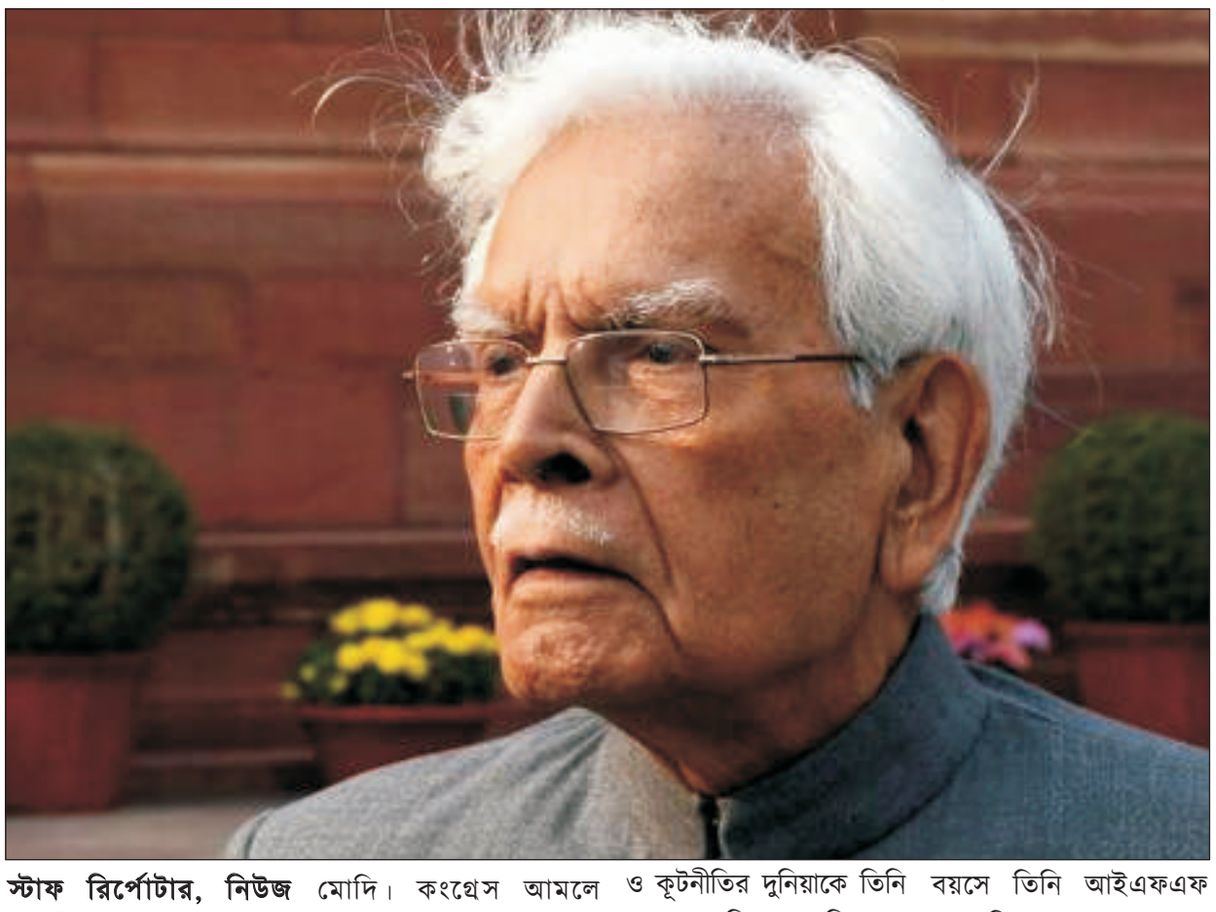

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শনিবার রাতে প্রাক্তন বিদেশ মন্ত্রী নটবর সিংহ প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। প্রবীণ এই কংগ্রেস নেতা দীর্ঘদিন শারীরিক অসুস্থতায় ভুলছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কংগ্রেস আমলে একাধিক মন্ত্রীত্ব সামলেছেন। নটবর সিং দেশের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের মধ্যে অন্যতম মুখ ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নটোবর সিং এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে এক্স হ্যান্ডেলে শোক বার্তায় তিনি জানিয়েছেন "নটোবর সিংজির মৃত্যুতে দুঃখিত। বিদেশ নীতি ও কূটনীতির দুনিয়াকে তিনি সমৃদ্ধ করেছিলেন। পরিবার ও ঘনিষ্ঠদের প্রতি সমবেদনা রইল। ওম শান্তি"। রাজস্থানের ভরতপুর জেলায় ১৯৩১ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বরাবর উচ্চ মেধার মানুষ ছিলেন। দেশের কূটনীতিক হিসাবে জীবনের কাজ সামলেছেন। মাত্র ২২ বছর বয়সে তিনি আইএফএফ হয়েছিলেন। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর রাজীব গান্ধীর মন্ত্রিসভায় রাজনীতির ময়দানে পা রেখেছিলেন তিনি। ১৯৮৪ সালে ভরতপুর লোকসভা আসন থেকে নটোবর সিং জিতেছিলেন। ১৯৮৫-৮৬ সালে রাজীব

এরপর ৩ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ **সারাদিন**

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

কবিতা সংকলন

দ্বীপ প্রসাদ

সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার

সহ-সম্পাদক : নিবেদিতা শেঠ

Phone : 9163761670 /9564382031

কবিতা, গল্প ও অনুগল্প সংকলন

অনুগল্প ও গল্পের জন্য
ফোনে কথা বলে নেবেন
নিয়ম ও কারণ জানার জন্য।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের** উদ্যোগে

শিশু কিশোর আকাদেমি

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিভাগীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা (প্রেসিডেন্সি বিভাগ)

আগামী ২৪ ও ২৫ আগস্ট '২৪ হাওড়া, উঃ ২৪ পরগনা, দঃ ২৪ পরগনা, নদিয়া এবং কলকাতার ছোটোদের জন্য সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

২৪ এবং ২৫ আগস্ট প্রেসিডেন্সি বিভাগের উল্লিখিত জেলাগুলির জন্য এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতার সময়সহ বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদনপত্র সংগ্রহের জন্য দুপুর ১টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত (প্রতি ক্ষেত্রে শনি, রবি ও অন্য ছুটির দিন বাদে) কলকাতায় শিশু কিশোর আকাদেমির কার্যালয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। **আবেদনের শেষ তারিখ ২০ আগস্ট ২০২৪।**

প্রতিযোগিতার বিষয়: 'ক' বিভাগ (৫ থেকে ১০+): রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, রাগপ্রধান গান, লোকগীতি, শাস্ত্রীয় নৃত্য, আবৃত্তি। 'খ' বিভাগ (১১ থেকে ১৬+): রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, রাগপ্রধান গান, লোকগীতি, শাস্ত্রীয় নৃত্য, আবৃত্তি, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা। এই প্রতিযোগিতায় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হবে, প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে শংসাপত্র দেওয়া হবে। এবং এই প্রতিযোগিতার ভিত্তিতেই আসন্ন 'পঞ্চদশ রাজ্য শিশু কিশোর উৎসব'-এ অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে।

বিঃ দ্রঃ- আসন্ন রাজ্য শিশু কিশোর উৎসবে দলগত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য (গান, নাচ, আবৃত্তি, বৃন্দবাদন ইত্যাদি) এবং একক যন্ত্রবাদন, মূকাভিনয়, ম্যাজিক ইত্যাদি নানা বিষয়ের জন্য পেন ড্রাইভ/ডিভিডিসহ (অফেরতযোগ্য) সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করতে হবে। দলগত অনুষ্ঠানে দলের লেটারহেডেএবং অন্যান্য একক অনুষ্ঠানের জন্য সাদা কাগজে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের নামে চিঠি জমা দিতে হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে অবশ্যই পেন ড্রাইভ/ডিভিডি (অফেরতযোগ্য) দপ্তরে জমা দিতে হবে।

প্রতিযোগিতার স্থান: উত্তীর্ণ, আলিপুর। সময়: ২৪ আগস্ট সকাল ১০ টা থেকে 'ক' বিভাগ এবং ২৫ আগস্ট সকাল ১০টা থেকে 'খ' বিভাগ

শিশু কিশোর আকাদেমি। উত্তীর্ণ, দ্বিতীয় তল। ১এ, রিফর্মেটরি স্ট্রিট, আলিপুর, কলকাতা:২৭ফোন: ০৩৩ ২২২৩ ৬২১০ ই-মেল: skakademi@gmail.com

আরজিকর কাণ্ডে বদল সুপার,

সিবিআই তদন্তের দাবী করেছেন কামদুনির প্রতিবাদী নারী টুম্পা কয়াল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রবিবার আর জি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যান কামদুনির প্রতিবাদী নারী টুম্পা কয়াল। সেখানে গিয়ে তিনি এই ঘটনার সিবিআই তদন্তের দাবি করেছেন। তিনি অভিযোগের আঙুল তুলেছেন হাসপাতাল সুপারের দিকে। তিনি জানিয়েছেন দুজন নিরাপত্তা রক্ষীকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এটা চোখে পট্টি পরানোর মতো কাজ। হাসপাতালে প্রিন্সিপাল সুপার স্বাস্থ্যমন্ত্রী সকলেই এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। তিনি রাজ্যের স্বাস্থ্য মন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেছেন। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন বারবার কেন অধ্যক্ষ কে একই হাসপাতালে ফিরিয়ে আনা আনছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি আরো অভিযোগ করেছেন একজন ব্যক্তি কখনো এই নারকীয় ঘটনা ঘটাতে পারেনা। এর সঙ্গে একাধিক ব্যক্তি যুক্ত আছেন। অন্যদিকে আর জি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ঘটনার চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে তরুণী চিকিৎসককে ঘুমন্ত অবস্থায় গলা টিপে খুন করা হয়েছিল। মৃত্যু নিশ্চিত করার পরেই তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করেন অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়। তবে এই ঘটনায় ধৃত সঞ্জয় রায় ছাড়াও আর কারো হাত রয়েছে কিনা সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। আর জি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ঘটনায় একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য তদন্তকারীদের হাতে আসছে। ময়নাতদন্ত রিপোর্ট ধর্ষণ এবং খুন উভয় তথ্যই সামনে এসেছে। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন অভিযুক্ত অপরাধী সঞ্জয় রায় অপরাধ স্বীকার করলেও তার কোন অনুতাপ নেই। উল্টে তদন্তকারীদের সে বলেছে ' আমাকে ফাঁসি দিয়ে দিন'। পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল জানিয়েছেন এই ঘটনায় দোষী যেই হোক তাকে রেয়াত করা হবে না। এই ঘটনায় অভিযুক্তকে ফাঁসির সাজা দেওয়ার কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দুজনেই।

আরজিকর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এই নারকীয় ঘটনার জন্য সুপার সঞ্জয় বশিষ্ঠকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় বুলবুল মুখোপাধ্যায়কে বসানো হয়েছে। কিন্তু তাতে হাসপাতালে আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তাররা খুশি নয়। তাঁদের অভিযোগ হাসপাতালে প্রিন্সিপাল কে সরানো হলো না কেন?ণ আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তারদের দাবি হাসপাতালে

এরপর ৩ পাতায়

পাড়ায় গুন্ডামির খবর জানাতে

একটি হোয়াটস্যাপ নম্বর দিয়েছেন অভিষেক

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : দাদাদের জ্বালাতনে হিমশিম খাচ্ছেন? তৃণমূলের ছাতার তলায় থেকে নির্যাতন করছে ছেলেরা? তবে এই খবর জানিয়ে দিতে পারেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। পাড়ায় গুন্ডামির খবর জানাতে একটি হোয়াটস্যাপ নম্বর দিয়েছেন অভিষেক। এই নম্বরের মাধ্যমেই পাড়ার দাদাদের গুন্ডামির ভিডিও পাঠিয়ে নালিশ জানান যাবে। সেই ভিডিও তৎক্ষনাৎ পাঠান হবে পুলিশকে। এবার ঘটনা যাচাই করার পরে সত্যতা প্রমাণ হলে পুরস্কৃত করা হবে ভিডিও দাতাকে বলে জানিয়েছেন অভিষেক। শুধু তাই নয়, ভিডিও দাতার সমস্ত সুরক্ষার দায়িত্বও তৃণমূল সরকার নেবেন। এই নম্বরের একটি হোয়াটস্যাপ চ্যানেলেও খোলা হয়েছে ইতিমধ্যেই। পুলিশকে বলা হয়েছে তার মধ্যে যদি দেখা যায় সেই অভিযোগটা ঠিকঠাক তবে তার বিরুদ্ধে মামলা করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।মূলত দূর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্যই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। হেল্প লাইন নম্বর চালুর পর দেখা গিয়েছে সাতগাছিয়া সহ কিছু জায়গা থেকে অভিযোগ আসছে। কোনও মতেই দুর্নীতিকে প্রশয় দেওয়া যাবে না।ফোন নম্বর টা হলো ৭৮৮৭৭৭৮৮৭৭ নম্বরে সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অভিযোগ জানান যাবে।

রাস্তা থেকে হাসপাতাল সর্বত্র এই সিভিকদের দাপট

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আরজিকরে মহিলা চিকিৎসক খুনে গ্রেফতার করা হয়েছে সেই সিভিক ভলান্টিয়ারকেই। কলকাতা পুলিশের আওতায় সে সিভিক ভলান্টিয়ারের পুলিশের ফোর্থ ব্যাটেলিয়নের ব্যারাকে থাকত বলে খবর। একাধিক বিয়ে। শেষ স্ত্রীর ক্যানসারে মৃত্যু হয়েছিল। এমনকী রীতিমতো প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল সে। নানা প্রশ্নের উত্তর ঘুরছে অনেকের মনে। তবে বাসিন্দাদের অভিযোগ, রাস্তা থেকে হাসপাতাল সর্বত্র এই সিভিকদের দাপট। রাস্তায় তোলাবাজি থেকে গ্রামের মানুষকে চমকানো সর্বত্র সিভিকদের কাজে লাগানো

এরপর ৩ পাতায়

দেবের হারানো তিনটি পদ আবার ফিরে পেলো

বেবি চক্রবর্ত্তী: ঘাটাল: নিউজ সারাদিন : লোকসভা নির্বাচনের আগে একসঙ্গে তিনটি পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন দেব। নির্বাচনে জয়ী হয়ে সেই সব পদ ফিরে পান ঘাটালের সাংসদ। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে চিঠি লিখে পদত্যাগের কথা জানান।তিনটি পদ হল- ঘাটালের বীরসিংহ উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান, ঘাটাল জেলা হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান এবং ঘাটাল রবীন্দ্র শতবর্ষী মহাবিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির সভাপতির পদ।সেই পদ গুলো আবার রবিবার ফিরে পেলো।দেবের পদে ফেরার খবর শুনে বিরোধীদের কণ্ঠে বিদ্রুপের সুর। দেবের নিয়োগ প্রসঙ্গে ঘাটালের বিজেপি বিধায়ক শীতল কাপাট বলেন, হাসপাতালের খারাপ অবস্থার দিকে কোনো নজর নেই। তৃণমূলের আইন মানবেন না। সাধারণ মানুষ বা রোগীরা পরিষেবা পাচ্ছেন না।

দেবের পদে ফিরে আসার পরে, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক শেখ আবু কালাম বক্স বলেন, নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুসারে, তাকে কিছু পদ থেকে ইস্তফা দিতে হয়েছিল। ঘাটালের মতো ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আবারও রোগী কল্যাণ দফতরের চেয়ারম্যান হয়েছেন দেব।

স্বরাজ স্বর্গ মাতৃভূমির আদর্শ দেশপ্রেমিকের শক্তি বীরভোগ্য বসুন্ধরা

বেবি চক্রবর্ত্তী : নিউজ সারাদিন : প্রচলিত ছিল মহারাজ বীরভদ্র নির্ধারিত দিনে শিকারের জন্য যাত্রা করলেন। অনবদ্য শিকারি হিসাবে তিনি সর্বজন বিদিত। কিছুকাল আগেও তিনি শিকারে গিয়েছিলেন। তা ছিল নেহাতই নিজের দক্ষতাকে শাণিত করার প্রয়োজনে। কিন্তু এবারে বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় আর প্রজাদের মঙ্গলসাধনের সৎ ইচ্ছায় তিনি তার রাজধানী 'বসুন্ধরা' পুরনগরীকে যথাসম্ভব আধুনিক করে তুলেছেন। তার মানসনগরী বাস্তবায়িত করার জন্য তিনি যেমন তার প্রজাদের কাছ থেকে সম্ভ্রম ও আনুগত্য আদায় করেছেন, তেমনই ভিনদেশী রাজন্যবর্গের ঈর্ষাও তাকে আমোদিত করেছে। রাজধানী ব্যতীত রাজ্যব্যাপী তার নগরায়নের পরিকল্পনাও কারও অজানা নয়। এ হেন রাজ্যে খোদ রাজধানীতে অযাচিত এক উপদ্রবের সূত্রপাত হয়েছে, যাতে মহারাজ বীরভদ্রের গর্ব আহত। এরপর পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত। একদল ঘোড়সওয়ার যাযাবর ব্যবসায়ী এক দেশ থেকে আরেক দেশের উদ্দেশ্যে চলেছে। সঙ্গে তাদের পণ্যসামগ্রী। এখন যে পথ দিয়ে তারা চলছে সেই পথ খুব রুক্ষ। জলের আভাষটুকুও নেই। পথে তাদের নজরে এলো এক মৃত নগরের ভগ্ন তোরণদ্বার। তার ফলকে উৎকীর্ণ 'বসুন্ধরা'।

'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'র প্রকৃত অর্থ একটি শ্রেষ্ঠতম বা মূল্যবান বসুন্ধরা বা মানুষ যার মধ্যে বীরত্ব বা ধৈর্য উপস্থিত। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা ব্যক্তিগত, মানসিক বা শারীরিক স্বপ্নসমূহ অর্জন করার জন্য দৃঢ়তার সাথে চালিত হয়ে থাকেন। 'বীরভোগ্য বসুন্ধরা' -এটি শ্রীমদ্ভগবদ গীতা থেকে নেওয়া হয়েছে।এটি শ্রীমদ্ভগবদ গীতার অধ্যায় ২ (দুই) শ্লোক ৩৭ -এ এর একটি অন্তর্নিহিত উল্লেখ রয়েছে।সেখানে বলা হয়েছে নিহত তুমি স্বর্গ জয় করবে, জয়ী তুমি পৃথিবী উপভোগ করবে; তাই হে কুন্তীর পুত্র, যুদ্ধের সংকল্প করে উঠুন। তখনকার দিনে দেশপ্রেমিকদের কাছে 'আনন্দমঠ' ছিল পবিত্র ধর্মগ্রন্থ 'স্বরাজ গীতা'। 'আনন্দমঠ' গ্রন্থে ঋষি বঙ্কিম দেশাত্মবোধকে আধ্যাত্মিক বোধে উন্নীত করেছিলেন। 'আনন্দমঠ'- এর সন্ন্যাসী-সন্তানদের কাছে দেশই হল তাদের মা, দেশই তাদের উপাস্য দেবী, মা দুর্গা। তাই ভবানন্দ সন্ন্যাসীর মুখে আমরা শুনতে পাই, "আমরা দেশ ছাড়া অন্য মা মানি না- জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। জন্মভূমিই জননী; আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ি নাই, তিনিই আমাদের দুর্গা, সর্বশক্তির আধার। তাই বলি তুমি যে হও, ভারতবাসী হইলেই মায়ের সন্তান, আমার ভাই; আর তুমি আমি সমগ্র ভারতবাসী একই জাতি।" বঙ্কিমচন্দ্র তাই দেশপ্রেমকে ধর্মে এবং ধর্মকে দেশপ্রেমে রূপান্তরিত করেছেন। দেশাত্মবোধই যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম তা তিনি পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছেন। তার 'কমলাকান্তের দপ্তর' উপন্যাসে 'আমার দুর্গোৎসব' খন্ডে সর্বপ্রথম তিনি জন্মভূমির মাতৃরূপ দর্শন করান। আনন্দমঠে এরপর ব্রহ্মচারী সত্যানন্দ ঠাকুর মহেন্দ্রকে মায়ের তিনটি মূর্তি দর্শন করান। এক, মা যাহা ছিলেন। দুই, মা যাহা হইয়াছেন। তিন, মা যাহা

এরপর ৪ পাতায়

মোহুবনি থেকে তমলুক হয়ে হবিবপুর

অরবিন্দ অধিকারী : নিউজ সারাদিন : শৈশব থেকেই দাপিয়ে বেড়ানো ছেলে মোহুবনি থেকে আনন্দপুর ,তমলুক হ্যামিলটন পেরিয়ে মেদিনীপুর কলিজিয়েট স্কুল সব জায়গাতেই দাগ রেখে গেছে। জীবন সংগ্রামে ছোট্ট ছেলেটি গোটা ভারতবর্ষেকে জিতিয়ে দিয়ে গেছে। নিজে হাসতে হাসতে জয় লাভ করেছে ফাঁসির মঞ্চে, "একবার বিদায় দে মা ফিরে আসি"। অনেক কথা জানা অজানার ভিতরে লুকিয়ে আছে। মেদিনীপুর কলেজ মাঠেই ক্ষুদিরামের বিপ্লবের হাতে খড়ি। শ্রী অরবিন্দের ভাষনে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বেচ্ছায় বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিলেন ,ওইটুকু বাচ্চা ছেলে, ভয়ডরহীন অবস্থায় প্রাথমিক অবস্থায় থেকে শুরু করে বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং বোমা তৈরির প্রশিক্ষণ সবই বাচ্চা ছেলেটি নিয়েছিল, শিউরে ওঠা গল্পের মত। বন্দেমাতরম পত্রিকা মেদিনীপুর কলেজ ময়দানে ইংরেজদের সামনেই চোখে ধুলো দিয়ে ৬০০ কপি বিতরন করেছিলেন। কিংসফোর্ড কে হত্যা করার দায়িত্ব প্রাথমিক অবস্থায় বিপ্লবীরা ক্ষুদিরাম কে দিতে চাননি, যাইহোক ওইটুকু বাচ্চা ছেলে তো। কিন্তু ক্ষুদিরাম অকুতোভয়। নিজে নিজে স্বেচ্ছায় দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত। পায়ে হেঁটে করে এক রাতের মধ্যে মহিষাদল থেকে ফিরে আসা মেদিনীপুরের অলিতে গলিতে বল্লভপুর, মানিকপুর থেকে হবিবপুর সমস্ত বিপ্লবীদের যোগাযোগ করার দায়িত্ব ছিল ক্ষুদিরামের। হয়তো অত্যাচারী কিংসফোর্ড মারা যায়নি কিন্তু ইংরেজীরা কেঁপে গিয়েছিল ওইটুকু বাচ্চা ছেলের দাপটে। মোজাফফরপুর স্টেশনে যখন ক্ষুদিরামকে আনা হয় তখন কয়েক হাজার লোক ভিড় করেছিল ওইটুকু বাচ্চা ছেলেকে দেখার জন্য ।ছেলেটি ভয়ডর হীন ভাবে মাথা উঁচু করে গাড়ি থেকে নেমে যাচ্ছিল দেখে মনে হচ্ছিল যে সত্যি সাবাস। বিহারের পুসা স্টেশনে যেখানে ক্ষুদিরাম ধরা পড়েছিল সেখানেও সে ওই সিপাইদের সাথে লড়াই করেছিল মনে রাখার মত। ক্ষুদিরাম বসু বলেছিলেন, "লড়তে পারলে লড়ো, না লড়তে পারলে বলো, না বলতে পারলে লেখো, না লিখতে পারলে সঙ্গ দাও, না সঙ্গ দিতে পারলে যারা লড়ছে তাদের মনোবল বাড়াও, যদি তাও না পারো তাহলে যারা লড়ছে তাদের মনোবল কমিয়ে দিও না। কারন সে তোমার ভাগের লড়াই করছে।"

আজ ১১ আগস্ট, সালটা ২০২৪ নয় ,সাল টা ১৯০৮ সাল। গোটা হবিবপুর মেদিনীপুর বাসি, পশ্চিমবঙ্গ পেরিয়ে গোটা ভারতবর্ষ আজ তোমার জন্য গর্বিত। মোহবনী থেকে শুরু করে হবিবপুর সর্বত্র আজ তোমার জয়জয়কার।

মেদিনীপুর শহরে হবিবপুরে তার মাসির বাড়িতে শহীদ ক্ষুদিরাম স্মৃতি সমন্বিত বাড়িতে আজ গোটা শহরের গুণীজন ব্যক্তিরা শ্রদ্ধা দেখানোর জন্য মাল্যদান থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। উপস্থিত ছিলেন ৮ নাম্বার পৌরসভার কাউন্সিলর ইন্দ্রজিৎ পানিগ্রাহী মহাশয় ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। পথ চলতি সাধারণ মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

হাসিনার সরকারের পতনের পর

বাংলাদেশে গঠিত হয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর বাংলাদেশে গঠিত হয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। নেতৃত্বে রয়েছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মহম্মদ ইউনুস। কিন্তু এখনও সেদেশে হিন্দু-সহ অন্যান্য সংখ্যালঘুদের উপর হামলার ঘটনা থামেনি। যা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে রাষ্ট্রসংঘও। এদিকে, পদ্মাপাড়ের সংখ্যালঘু এবং ভারতীয়দের সুরক্ষায় বিশেষ কমিটি গড়েছে ভারত সরকার। এই কমিটি ভারতীয় এবং হিন্দু-সহ অন্য সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করবে। কমিটির নেতৃত্ব দেবেন বিএসএফের ইস্টার্ন কমান্ডের এডিজি। এছাড়াও কমিটিতে রয়েছেন সীমান্তরক্ষী বাহিনীর দক্ষিণ বঙ্গের আইজি, ত্রিপুরায় বিএসএফের আইজি, পরিকল্পনা ও উন্নয়নের দপ্তরের প্রতিনিধি, ভারতের স্থলবন্দর সচীব প্রমুখ। যদিও এই আশ্বাসের পরেও আতঙ্কে বাংলাদেশ ছাড়তে চাইছেন অধিকাংশ সংখ্যালঘু পরিবার।এবার এই হামলার প্রতিবাদে ঢাকা, চিটাগংয়ের মতো একাধিক জায়গায় পথে নেমেছেন হাজার হাজার হিন্দু। এই পরিস্থিতিতে হামলাকারীদের কড়া বার্তা দিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ইউনুস।

পদত্যাগ করে শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার পরই বিরোধীদের বিজয়োল্লাস হিংসাত্মক রূপ

এরপর ৪ পাতায়

হাসপাতালে ধর্ষণের ঘটনার পরে নিরাত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন চিকিৎসক পড়ুয়ারা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হাসপাতালে ধর্ষণের ঘটনার পরে নিরাত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন চিকিৎসক পড়ুয়ারা। হাসপাতালের সেই ঘটনায় প্রকাশ্যে এসেছে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। দেখা গিয়েছে রাতের অন্ধকার গাঢ় হলেই একের পর এক রাস্তায় আলো নিভে যাচ্ছে।কেন সেমিনার হলে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়নি তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। ঘটনার সময় কীভাবে কোনওরকম বাধা ছাড়াই অভিযুক্ত সেমিনার হলে ঢুকে পড়ল তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন ঘটনার দিন মদ্যপান করে পর্নোগ্রাফি ভিডিও মোবাইলে দেখেছিল সঞ্জয় রায়। তারপরে গলা টিপে খুন করে একাধিকবার ডাক্তারী তরুণীকে ধর্ষণ করে অভিযুক্ত। এবং মৃত্যু নিশ্চিত করে সেখান থেকে বেরিয়ে আবার হাসপাতালে পিছনে গিয়ে মদ্যপান করে অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়।দুষ্কৃতিদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হচ্ছে আরজিক হাসপাতালের একাংশ।হাসপাতালের চিকিৎসক পড়ুয়াদের একের পর এক অভিযোগ পুলিশ কর্মীদেরও উদ্বেগ বাড়িয়েছে। ইতিমধ্যেই হাসপাতালের ২ রক্ষীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। ঘটনার দিন তারা কোথায় ছিল সেটা জানতে চাওয়া হয়েছে।

চিকিৎসক পড়ুয়ারা অভিযোগ করেছেন বড় বড় আলো হাসপাতালে থাকলেও সেগুলি জ্বলে না। রাত বাড়লেই সেগুলি নিভে যায়। কেন এই ঘটনা ঘটছে তা জানেন না তাঁরা। তবে অন্ধকারের মধ্যে দিয়েই তাদের হাসপাতালে যেতে হয় আবার হাসপাতাল থেকে হোস্টেলে ফিরতে হয়। এমনকী কোনও পুলিশি প্রহরাও থাকে না হাসপাতাল চত্বরে অভিযোগ করেছেন ডাক্তারি পড়ুয়ারা।কয়েকবছর আগেও আরজির হাসপাতালের প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে উত্তাল হয়েছিল হাসপাতাল চত্ত্বর। তাঁর অপসারণ দাবি করেছিল পড়ুয়ারা। তারপরে আবার তাঁকেই বহাল করা হয় সেই পদে। তারপরে আবার সেমিনার হলে ডাক্তার তরুণীর মৃত্যুর ঘটনাটিকে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। তাতে আরও প্রশ্ন উঠতে শুরু করে কাকে আড়াল করার চেষ্টা করছিলেন হাসপাতালের প্রিন্সিপাল।

তরুণী ডাক্তারের সঙ্গে এই নারকীয় অত্যাচারের ঘটনা ঘটার পর টনক নড়েছে কর্তৃপক্ষের। পুলিশের পক্ষ থেকে বিশেষ নিরাপত্তা ক্যাম্প বসানো হয়েছে। বসানো হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা। এবার প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে এই নিরপত্তা আগে কেন নেওয়া হল না। একজন সহপাঠী চিকিৎসকের সঙ্গে নারকীয় অত্যাচারের ঘটনা ঘটার পর নিরাপত্তা জোরদার করা হল।

সহিংসতা বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিন : মোমিন মেহেদী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নতুনধারা বাংলাদেশ এনডিবির চেয়ারম্যান মোমিন মেহেদী প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস ও সেনা বাহিনী ওয়াকার-উজ-জামানসহ সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেছেন, সারাদেশে সহিংসতা বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিন। তা না হলে দেশ ক্ষতিগ্রস্থ হবে, অর্থনীতি আরো সংকটে পরবে, যা আমাদের কারোই কাম্য নয়। সহিংসতা বন্ধের দাবিতে দুর্নীতিবাজদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং পাচারকৃত অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনার দাবিতে ১০ আগস্ট শনিবার সকাল সাড়ে ১০ টায় জাতীয় প্রেসক্লাব, তোপখানা রোড, পল্টনসহ রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় প্রতিবাদ সভায় তিনি উপরোক্ত কথা বলেন। নতুনধারা বাংলাদেশ এনডিবির চেয়ারম্যান মোমিন মেহেদীর সভাপতিত্বে এতে বক্তব্য রাখেন নতুনধারা বাংলাদেশ এনডিবির প্রেসিডিয়াম মেম্বার বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুল হক, সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান শান্তা ফারজানা, ভাইস চেয়ারম্যান ডা. নূরজাহান নীরা, সাংগঠনিক সম্পাদক ওয়াজেদ রানা, সদস্য জোবায়ের মাতুব্বর প্রমুখ। এসময় নেতৃবৃন্দ বলেন, 'নতুনধারার অঙ্গীকার-দুর্নীতি থাকবে না আর...' শ্লোগান নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধিদেরকে ঐক্যবদ্ধ করেছে বৈষম্য-দুর্নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে-আন্দোলন করতে। আমরা বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের নেতাদেরকে ধন্যবাদ যেমন জানাই, তেমনি দুর্নীতিগ্রস্থ সাবেক সকল রাজনৈতিক দল ও নেতাকে চিহ্নিত করেবিচারের আওতায় আনার জন্য ঐক্যবদ্ধ থাকার আহবান জানাই পাশাপাশি সারাদেশে সকল ডাকাতি-চুরি-বন্ধে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার আহবান জানাচ্ছি।

ট্রাম্পের প্রচারণার

অভ্যন্তরীণ বার্তা হ্যাক: ইরানের দিকে অভিযোগের তীর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রচারণা থেকে অভ্যন্তরীণ কিছু বার্তা হ্যাক হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। প্রচারণা কর্মকর্তারা এটিকে ইরানিয়ান হ্যাকার কর্তৃক সংগঠিত বলে ধারণা করছেন।

শনিবার, মার্কিন সংবাদ সংস্থা পলিটিকো জানিয়েছে, তারা ট্রাম্পের ভাইস-প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ওহাইও সিনেটর জেডি ভ্যান্স সম্পর্কে অভ্যন্তরীণ গবেষণার নথি ইমেইলে পেয়েছে।

প্রচারণা একজন মুখপাত্র বিবিসিকে জানায়, এই নথিগুলো অবৈধভাবে শত্রুভাবাপন্ন বিদেশি সূত্র থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। ২০২৪ সালের নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করার জন্য এগুলো হ্যাক করা হয়েছিল। পলিটিকো দাবি করেছে, তারা নথির প্রামাণ নিশ্চিত করছে। তবে বিবিসি স্বাধীনভাবে সেই দাবিগুলো যাচাই করতে পারেনি।

এই হ্যাকিং-এর ঘটনার সঙ্গে ইরানিয়ান হ্যাকার বা ইরান সরকারের সম্পৃক্ততার কোনো প্রমাণ প্রচারণা কর্মকর্তারা দেননি। তবে, মাইক্রোসফটের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, জুন মাসে এক নাম না জানা মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর প্রচারণায় ইরানিয়ান হ্যাকাররা একটি স্পিয়ার ফিশিং ইমেইল পাঠিয়েছিল। যা প্রচারণার সঙ্গে মিলছে বলে দাবি করা হচ্ছে।

মাইক্রোসফটের থ্রেট অ্যানালাইসিস সেন্টার (MTAC) জানিয়েছে, গত কয়েক মাস ধরে ইরানিয়ান কার্যকলাপ লক্ষ্য করা গেছে। এতে মার্কিন নির্বাচনে প্রভাব ফেলার চেষ্টা করছে। ট্রাম্প প্রচারণার মুখপাত্র স্টিভেন চুং বলেন, ইরান জানে যে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাদের সন্ত্রাসের রাজত্ব বন্ধ করবেন, যেমন তিনি তার প্রথম চার বছরে করেছিলেন।

এই ঘটনাটি মার্কিন নির্বাচনে ইরানিয়ান হ্যাকারদের ক্রমবর্ধমান কার্যকলাপের নতুন উদাহরণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। এর আগে ২০২০ সালের নির্বাচনের সময়েও মাইক্রোসফট একই ধরনের একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল। যেখানে ইরানিয়ান হ্যাকারদের দ্বারা প্রেসিডেন্ট প্রচারণায় আক্রমণের কথা উল্লেখ ছিল।

১-ম পাতার পর

ভারতের প্রাক্তন বিদেশ মন্ত্রী নটবর সিং প্রয়াত শোকবার্তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির

গান্ধীর মন্ত্রিসভায় খনি,ইস্পাত, কৃষি ও কয়লা মন্ত্রকের দায়িত্ব সামলে ছিলেন। পরে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত তিনি বিদেশ মন্ত্রীর দায়িত্ব সামলে ছিলেন। তিনি দেশের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত হয়ে ছিলেন।

১-ম পাতার পর

আরজিকর কান্ডে সরানো হলো হসপিটাল সুপার কে

থেকে সরে আসছেন না জুনিয়র চিকিৎসকরা । আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলেই জানিয়েছে হাসপাতালের জুনিয়র চিকিৎসকরা। রবিবারও রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলিতে কর্ম বিরতিতেই রইলেন হাসপাতালের জুনিয়র চিকিৎসকরা। অবশেষে তাই হাল ধরতে সিনিয়র চিকিৎসকদের কড়া বার্তা স্বাস্থ্য ভবনের।আন্দোলনে নেমেছেন রাজ্যের প্রায় সবকটি সরকারি হাসপাতালের জুনিয়র চিকিৎসকরা। নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। তারই সঙ্গে মেডিকেল সুপারের পদত্যাগের দাবিও করেছিলেন আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের আন্দোলনকারী চিকিৎসকেরা।সেই মতো বদলও করা হল সুপারকে এরপরও অবশ্য জুনিয়র চিকিৎসকদের আন্দোলন এখনই শেষ হয়ে যাচ্ছে না।

২ পাতার পর

আরজিকর কাণ্ডে বদল সুপার, সিবিআই তদন্তের দাবী করেছেন কামদুনির প্রতিবাদী নারী টুম্পা কয়াল

প্রিন্সিপালই দোষী। ফরেন্সিক টিম পরীক্ষা করে জানায় " ধর্ষণের ইঙ্গিত রয়েছে। দেহ আটকে বিক্ষোভ শুরু করে দিয়েছিল পড়ুয়া এবং জুনিয়র চিকিৎসকরা। ভিডিওগ্রাফির মাধ্যমে ময়নাতদন্ত দাবি করেছিলেন পড়ুয়ারা। সেই সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায় তদন্ত দাবি করেছিলেন পড়ুয়ারা। তাদের সব দাবি মেনে নিয়েই আর জি কর হাসপাতালেই ময়নাতদন্ত হয়। তাতে খুন ও ধর্ষণের প্রমাণ মিলেছিল।

২ পাতার পর

রাস্তা থেকে হাসপাতাল সর্বত্র এই সিভিকদের দাপট

হচ্ছে। এমনকী সরকারি হাসপাতালে যেখানে সেখানে ঢুকে পড়ার ক্ষেত্রে তাদের বাধা দেওয়ারও কেউ নেই। ওই রাতে মদ্যপ অবস্থায় সে ঢুকেছিল বলে অভিযোগ। আর তারপরই এই কাণ্ড! ধরা পড়েও উদ্ধত সঞ্জয়। আরজিকরের আনাচে কানাচে তার যাতায়াত ছিল। অত রাতে ঢুকেছিল হাসপাতালে। ওয়ার্ড দিয়ে চলে গেল সেমিনার হলে। বারণ করবে সাহস কার!

রীতিমতো দাপুটে সিভিক। এলাকায় পুলিশ বলেই পরিচিত ছিল। আর সেই দাপটেই ঘুরত হাসপাতালে।

এদিকে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা গিয়েছিল চেস্ট মেডিসিনের ওয়ার্ডের মধয় দিয়ে সে যাচ্ছে সেমিনার হলের দিকে। সেই সেমিনার হলে খুন হওয়া চিকিৎসকের দেহের পাশে পড়েছিল একটি সাদা রঙের হেডফোন।

রাত তিনটের সময় এক রোগীর চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যাপারে সেই সেমিনার হলে এসেছিলেন অপর এক জুনিয়র চিকিৎসক। তিনি পরে জানিয়েছিলেন রাত তিনটের সময় দেখা গিয়েছিল লাল রঙের কম্বল জড়িয়ে ঘুমোচ্ছেন মহিলা চিকিৎসক। এরপরেই সেমিনার হলের ভেতর হাড়হিম হত্যাকাণ্ড। তবে তদন্তের মোড় ঘুরিয়ে দিল সঞ্জয়ের হেডফোন। পুলিশ সিসি ক্যামেরা দেখে সঞ্জয়কে গ্রেফতার করার পরেই ব্লু টুথটা কানেক্ট করার পরেই দেখা যায় সেটা সঞ্জয়ের। আর ফোন খুলতেই দেখা যায় প্রচুর পর্নভিডিয়ো রয়েছে তার ফোনে।

অভিযোগ, মহিলা পুলিশ কর্মীদের ফোন করে উত্যক্ত করত এই সঞ্জয়। এমনকী কলকাতা পুলিশের একটি সমাজকল্যাণমূলক সংগঠনের আওতায় ছিল এই সঞ্জয়। সেই সঞ্জয়ের বিরুদ্ধে ভয়াবহ অভিযোগ। তবে পুলিশের টানা জেরায় ভেঙে পড়েছিল সঞ্জয়।

তবে এখানে দুটি প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, কেবলমাত্র যৌন লালসা মেটানোর জন্যই কি সঞ্জয় এই ঘটনা ঘটিয়েছিল? মহিলা চিকিৎসক যে ওখানে ঘুমোচ্ছেন তা জানল কীভাবে সঞ্জয়? আর কেউ কি যুক্ত ছিল এই খুনের ঘটনায়? অনেকদিন ধরেই কি সে টার্গেট নিচ্ছিল মহিলা চিকিৎসকদের?

তারকেশ্বরের পথে ভক্তদের সেবা ক্যাম্প

জাকির আলী : নিউজ সারাদিন : হুগলি। ভোলে বাবার নগরী তারকেশ্বর ধামে সাওয়ান মাসে ভক্তদের ভিড় জমেছে। এমতাবস্থায় তারকেশ্বর ধামে যাওয়ার পথে ঘাট হর-হর মহাদেব, ভোলে বাবা পার করেগা, বোল বম তারক বম স্লোগানে মুখরিত হচ্ছে ভোলে বাবার ভক্তদের সেবা ক্যাম্পেও। বেলপুকুর যুবক সংঘের স্বেচ্ছাসেবকদের একটি দল মেটিয়াবুর্জ বিধানসভার টিজি রোডে অবস্থিত পশুপতিনাথ মন্দির থেকে রওনা হয়েছে। উপরোক্ত তথ্য জানিয়েছেন বেলপুকুর যুব সংঘের প্রধান সাংগঠনিক সম্পাদক সুরদা বাহাদুর সোনার পাপুল দাই। তিনি জানান, যে সিঙ্গুরের নসিবপুরে বেলপুকুর যুবক সংঘের দ্বারা বাবার ভক্তদের অর্থাৎ কানওয়াড়িদের পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে। এখানে কানওয়ারিয়াদের পানীয় জল, ঠাণ্ডা শরবত এবং অন্যান্য খাবারের পাশাপাশি অন্যান্য পরিষেবা দেওয়া হয়েছিল। উক্ত অনুষ্ঠানে সেবা শিবিরে বক্তব্য রাখেন সংঘ সভাপতি ধনঞ্জয় সিং, সঞ্জয় সিং, তৃণমূল ১নং ওয়ার্ডের সিনিয়র নেতা রাম নরেশ যাদব, চন্দ্র বাহাদুর সোনার, সঞ্জয় জয়সওয়াল, অজয় কুমার বিজয় প্রমুখ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন শচীন রবি দাস, পারস সোনার, রঞ্জিত সিং, সন্দীপ ভট্টাচার্য, কৃষ্ণা চৌধুরী রাজা প্রমুখ।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ২২০ সংখ্যা ১২ আগস্ট, ২০২৪ সোমবার ২৭ শ্রাবণ, ১৪৩১

৩ পাতার পর

হাসিনার সরকারের পতনের পর বাংলাদেশে গঠিত হয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার

নিয়েছে। বিশেষ করে হিন্দুদের বাড়ি, সম্পত্তিতে হামলা চালানো হচ্ছে। ছাড় পাচ্ছে না উপাসনালয়গুলোও। বহু হিন্দুমন্দির ধ্বংস করে দেওয়ার অভিযোগ উঠছে। প্রাণ সংশয়ের আতঙ্ক তাড়া করে বেরাচ্ছে হিন্দুদের। এবার তাঁরা প্রতিবাদে শামিল হয়ে পথে নেমেছেন। গত দিন দুয়েক ধরে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা-সহ চিটাগংয়ের মতো বড় বড় শহরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন সকলে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, শনিবার চিটাগংয়ের ঐতিহাসিক চেরাগী পাহাড় চত্বরে লক্ষ লক্ষ মানুষ বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এর জেরে প্রায় ৩ ঘণ্টা যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে যায় সেই অঞ্চলে। এই পরিস্থিতিতে হিন্দু-সহ অন্যান্য সংখ্যালঘুদের উপর হামলার তীব্র নিন্দা করে ইউনুস বলেন, "সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর হামলা খুবই জঘন্য কাজ।" হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ পরিবারদের উপর যাতে হামলা না হয় তার আহ্বান জানিয়েছিলেন আন্দোলনকারী পড়ুয়ারা। এদিন তাঁদের উদ্দেশে ইউনুস বলেন, "যাঁদের উপর হামলা হচ্ছে তাঁরা কি এদেশের মানুষ নয়? আপনারা যখন দেশকে বাঁচাতে পেরেছেন তখন কিছু রিবারকে বাঁচাতে পারবেন না? আপনাদেরকেই গলা তুলে বলতে হবে যাতে এই মানুষগুলো কেউ ক্ষতি করতে না পারে। তাঁরা সকলে আমার ভাই। আমরা একসাথে লড়াই করেছি, আমরা একসঙ্গেই থাকব।" হিন্দুদের উপর হামলা নিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দ্রুত পদক্ষেপ চেয়েছে রাষ্ট্রসংঘও। উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ভারত, আমেরিকা, কানাডার মতো দেশ।

সম্পাদকীয়

সংবাদমাধ্যমে দেওয়া বিবৃতিতে শেখ হাসিনা বলেছেন, এই গোলমালের পেছনে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

বর্তমানে তিনি ভারতে। এই দেশ ত্যাগ কি আটকানো যেত না? এই প্রশ্নটা অনেকের মনেই এসেছে। অনেকে বলছেন, যে কোটা আন্দোলনের জেরে এতকিছু সেই মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মীয়দের জন্য কোটা বাতিল করে দিলেই ল্যাঠা চুকে যেত। কিন্তু শেখ হাসিনা বলছেন একেবারে উল্টো কথা।ওয়াজেদ বলেন, সেনা প্রধানের সঙ্গে কথা বলে সংসদ ভেঙে দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর ইস্তফা ছাড়া অন্য কাউকে গদিতে বসিয়ে দেওয়া আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে। মা দেশে বিচারের মুখোমুখি হতে চেয়েছিলেন। উনি কোনও ভুল করেননি। ওঁর সরকারের কিছু লোক কিছু বেআইনি কাজ করেছে বলে এটা বলা যায় না যে উনি তার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ফলে এর জন্য দোষ মাকে দেওয়া যায় না।এক ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে দেওয়া বিবৃতিতে শেখ হাসিনা বলেছেন, এই গোলমালের পেছনে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশের পূর্বের সেন্ট মার্টিন দ্বীপ আমেরিকার হাতে তুলে দিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে থাকতে পারতাম। সেন্ট মার্টিন আমেরিকার হাতে তুলে না দেওয়ার ফলে তাঁকে দেশ ছাড়তে হয়েছে।

সেন্ট মার্টিন নিয়ে সংসদে আগেও ইঙ্গিত দিয়ে ছিলেন শেখ হাসিনা। সেন্ট মার্টিনে সামরিক ঘাঁটি তৈরি করতে চায় আমেরিকা। ওই ঘাঁটি তৈরি হলে দক্ষিণ পূর্ব এসিয়ায় আমেরিকার কর্তৃত্ব বাড়ত তাতে ভারতের মাথাব্যথার কারণ ছিল। সমস্যা ছিল চিনেরও।হাসিনা তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন, পদত্যাগ করেছি কারণ লাশের মিছিল আমি দেখতে চাইনি। তারা শিক্ষার্থীদের লাশের ওপর দিয়ে ক্ষমতায় আসতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি তার অনুমোদন দিইনি। আমি এখনো দেশে থাকলে আরও অনেকে প্রাণ হারাতো, আরও অনেক সম্পদ নষ্ট হতো। ইনশাআল্লাহ, শিগগিরই আমি দেশে ফিরছি। এই পরাজয় আমার কিন্তু এই বিজয় জনগণের। আমি নিজেকে সরিয়ে নিয়েছি, আমি আপনাদের বিজয়ের মাধ্যমে এসেছি, আপনারা আমার শক্তি ছিলেন। এরপর আপনারা আমায় চাননি, আমি সরে গেছি এবং পদত্যাগ করেছি। শেখ হাসিনা আরও বলেন, আমার কর্মীরা সেখানে যারা আছেন, কেউ মনোবল হারাবেন না। আওয়ামী লীগ আবার দাঁড়িয়ে উঠবে। তাঁর ভাষণ বিকৃত করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, আমি আমার তরুণ শিক্ষার্থীদের আবার বলতে চাই, আমি কখনোই তোমাদের রাজাকার বলিনি, আমার কথা বিকৃত করা হয়েছে।অন্যদিকে, এক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় বলেন, মা ইস্তফা দেননি। তাই তিনি এখনও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। হাসিনার ছেলে আন্তর্জাতিক সংবাদসংস্থাকে বলেন, 'অফিয়ালি ইস্তফা দেননি মা। সেই সময় তিনি পাননি। সংবিধান অনুযায়ী তিনি এখনও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী।' হাসিনা দেশে ছেড়ে বর্তমানে ভারতে রয়েছেন। সেখান তিনি অন্য কোনও দেশে যাবেন কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

সুন্দরবনবাসির রক্ষাকর্তা বনের মা বনবিবি দেবী

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

আর সেই ইতিহাস বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং সুন্দরবন বাসির কাজ দিয়ে তথ্য নিয়ে আজ আমি পরিবেশন করছি, আমার লেখনীর মাধ্যমে । ওদিকে, সুন্দরবনের নদীপথে ব্যবসায়ী ধনা আর মনার নৌবহর ভেসে চলেছে ভাটির টানে। দুখের কাজে মন নেই, মায়ের জন্য তার প্রাণ কাঁদছে। ধনা আর মনার ভয়ে ফেরবার কথা বলতে পারে না। এক রাতে ধনা আর মনার স্বপ্নে দেখা দেন দক্ষিণ রায়। ধনা আর মনাকে স্বপ্নে তিনি বলেন," আমি তোদের দুই ভাইকে প্রচুর মধু আর ধন সম্পত্তি দেবো। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

গুরুর দেখানো পথে বিবেকানন্দ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(তৃতীয় পর্ব)

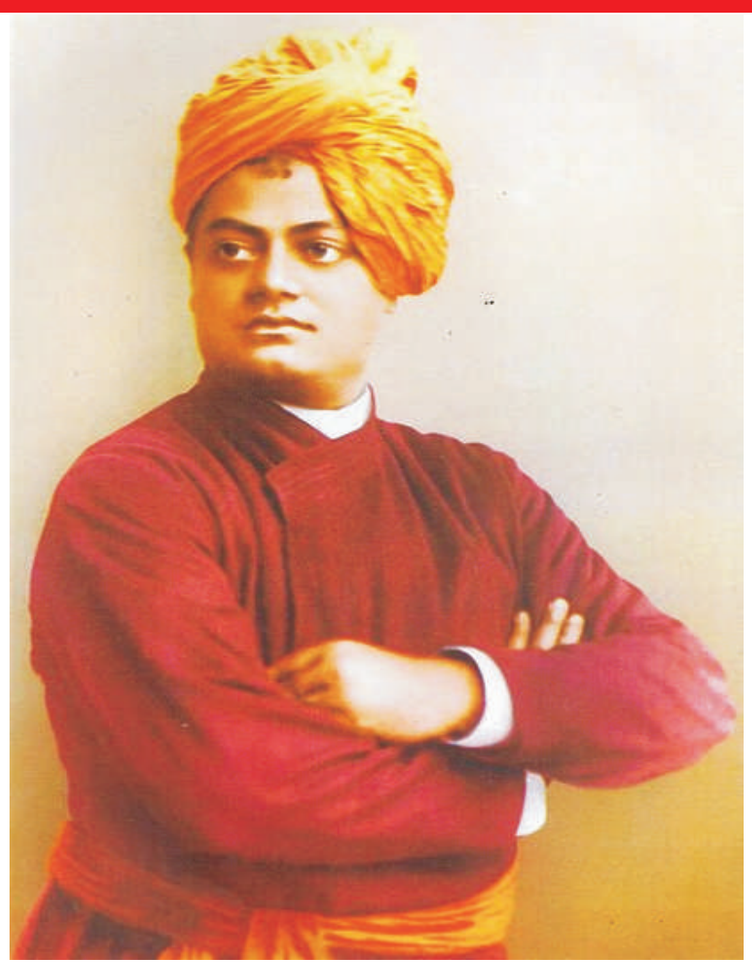

মনগড়া কল্পনা বলে মনে করতেন । ব্রাহ্মসমাজের সদস্য হিসেবে তিনি মূর্তিপূজা ও বহুদেববাদের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতেন । কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন কালীর উপাসক । অদ্বৈত বেদান্ততত্ত্বকেও নরেন্দ্রনাথ নাস্তিকতা ও পাগলামি বলে উড়িয়ে দিতেন; এবং মাঝে মাঝেই তা নিয়ে উপহাস করতেন । শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যানধারণা গ্রহণ করতে না পারলেও নরেন্দ্রনাথ তা উড়িয়ে দিতে পারতেন না । কোনো মত গ্রহণ করার আগে তা যাচাই করে নেওয়াই ছিল নরেন্দ্রনাথের স্বভাব । তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে পরীক্ষা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণও কোনোদিন তাঁকে যুক্তিবর্জনের পরামর্শ দেননি । তিনি ধৈর্য সহকারে নরেন্দ্রনাথের তর্ক ও পরীক্ষার সম্মুখীন হন এবং তাঁকে সকল দৃষ্টিকোণ থেকেই সত্য পরীক্ষা করতে বলেন । পাঁচ বছর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে থেকে নরেন্দ্রনাথ এক অশান্ত, বিভ্রান্ত, অধৈর্য যুবক থেকে এক পরিণত ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হন । ঈশ্বরোপলব্ধির জন্য তিনি সর্বস্ব ত্যাগে স্বীকৃত হন এবং শ্রীরামকৃষ্ণকে নিজের গুরু রূপে স্বীকার করে নিয়ে গুরুর কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেন । ১৮৮৫ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ গলার ক্যানসারে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

২ পাতার পর

স্বরাজ স্বর্গ মাতৃভূমির আদর্শ দেশপ্রেমিকের শক্তি বীরভোগ্য বসুন্ধরা

হইবেন। অর্থাৎ দেশমাতৃকার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ রূপ 'জগদ্ধাত্রী, কালী এবং দুর্গা। অতীতে ভারতমাতা শস্য-শ্যামলা, সম্পদশালীনি, কলা, বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিক্ষায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাই তিনি ছিলেন জগদ্ধাত্রী৷ গৌরবোজ্জ্বল অতীত ভারতবর্ষের প্রতীক। আর তৎকালীন পরাধীন ভারত এবং বর্তমানের দুর্দশাগ্রস্ত ভারত হৃতসর্বস্বা, নগ্নিকা, রুধির সিক্তা, কঙ্কাল-মালিনী মা কালী। আর ভবিষ্যতের ভারতবর্ষ হলেন মা দুর্গা। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় সেই মা দুর্গার বর্ণনা এমনতরো, "মহেন্দ্র দেখিলেন এক মর্মর প্রস্তর নির্মিত প্রশস্ত মন্দির মধ্যে সুবর্ণ নির্মিতা দশভূজা প্রতিমা নবারুণ কিরণে জ্যোতির্ময়ী হইয়া হাসিতেছেন। দশ ভুজ দশদিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধ রূপে নানা শক্তি শোভিত। পদতলে শত্রু বিমর্দিত, পদাশ্রিত বীর কেশরী শত্রু নিপীড়নে নিযুক্ত। দিগভুজা নানা প্রহরণ ধারিনী, শত্রু বিমর্দিনি, বীরেন্দ্র পৃষ্ঠ বিহারিনী, দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্য রূপিনি, বামে বাণী বিদ্যা বিজ্ঞানদায়িনী সরস্বতী, সঙ্গে বলরূপি কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধি রূপি গণেশ।" বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনায় এটিই হল ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের ছবি শক্তি রূপিনি দুর্গতি নাশিনী মা দুর্গা। আর এই ছবি বাস্তবায়িত করিবার মানসেই হিন্দুরাষ্ট্রবাদীরা ধর্ম সংরক্ষণ পূর্বক পরম বৈভবশালী হিন্দুরাষ্ট্র পুনর্নির্মাণের জন্য ইশ্বরের নিকট বীরব্রত চাইছেন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে এটিই হিন্দুরাষ্ট্রবাদের মূল কথা। অতএব একথা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, মা দুর্গাই ভারত মাতা, ভারত-ভারতী। এবং দেশসেবা, দেশাত্মবোধ, আধ্যাত্মিকতা, ভারত-আত্মা সমার্থক এবং সমসূত্রে গ্রথিত। ঠিক যেমন রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, প্রণবানন্দ, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি ভারত মনীষী তথা বাংলার বীর সন্তানদের চিন্তন -মনন -কথনের মূল সুর একই ঐক্যতানে ঝংকৃত। আর তা হল রাষ্ট্রসাধনা, মাতৃসাধনা, ধর্ম, দেশপ্রেম, আধ্যাত্ম সাধনা। প্রকৃতপক্ষে হিন্দুরাষ্ট্রবাদীরা ভারত-মনীষার এই স্বপ্নকে সাকার রূপ প্রদানের জন্য রাষ্ট্র সাধনা করে চলেছেন।

পরাধীন ভারতকে শৃঙ্খলা মুক্তির সংগ্রামে আত্মনিবেদিত মনীষীদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ সর্বাগ্রগণ্য এবং পথিকৃৎ। তাঁরই স্বদেশ মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে স্বদেশী আন্দোলনের সেই যুগে হাজার হাজার যুবক, নর-নারী ভারত মাতার মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বিপ্লবীদের যেকোনো ঘাঁটিতে তল্লাশির সময়ে স্বামীজীর লেখা কোন না কোন বই পাওয়া যেত। বিপ্লবীদের শিয়রে টাঙানো থাকতো 'সাইক্লোনিক হিন্দু সড়হশ'-এর ছবি আর সেখানে লেখা থাকতো "উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত।" ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে তিনি বলতেন বীরের মতো এগিয়ে যাও, সিদ্ধিলাভ আমরা করবই। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাদের নেতা। তিনি ধর্ম ও কর্মের দ্বারা এমন এক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন যারা দেশমাতার শৃঙ্খল মোচনে প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত থাকবেন। তিনি বলেছিলেন, "জন্ম হইতেই তোমরা মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত।" প্রকৃতপক্ষে স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে আমরা আনন্দমঠের সন্ন্যাসী ভবানন্দের প্রতিমূর্তি দেখতে পাই। ভবানন্দের সুরে সুর মিলিয়ে তিনি বলেছেন, "অন্য সব দেবতাকে ভুলে আগামী পঞ্চাশ বছর ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্যা দেবী হউন।"

সেইসময় মুক্তি আন্দোলনের নেতারাও স্বামীজীর কাছে যাতায়াত করতেন। কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে দলে দলে তারা শ্রীমা সারদা দেবীকে প্রণাম করতে আসতেন। শ্রীমা বলেছেন, "সকলেই বলছে তারা স্বামীজীর শিষ্য।" তাঁর গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের দেওয়া মন্ত্র "শিব জ্ঞানে জীব সেবা"-র আদর্শ রূপায়িত করবার জন্য তিনি সন্ন্যাসী সঙ্ঘের সূচনা করেন। রামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসীদের একমাত্র ব্রত মানুষের সেবা যা আজও প্রবহমান। রামকৃষ্ণ মিশনের সাথে বিপ্লবীদের যোগাযোগ ছিল একথা ব্রিটিশ সরকারের গোয়েন্দা রিপোর্টে পাওয়া যায়। স্বামীজীর লেখা 'বর্তমান ভারত' রচনাতে সমাজ, রাষ্ট্র ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার একটি সুস্পষ্ট রূপরেখা আমরা দেখতে পাই। স্বামীজী দেশ বলতে দেশের মানুষকে বুঝতেন। ভারতমাতার সর্বদক্ষিণ প্রান্ত কন্যাকুমারীর শিলাখণ্ডের উপর উপবেশন করে তিনদিন ধরে স্বামীজি মা ভগবতীর অখন্ড সাধনায় নিমগ্ন হলেন। মা ভগবতী অর্থাৎ মা দুর্গা। ভারত মাতার মানচিত্র উত্তর থেকে দক্ষিণ এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম তার ধ্যান নেত্রে চিত্রপটের মতো উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। তার মানস চোখে ধরা দিল 'নতুন ভারত। অর্থাৎ স্বামীজীর ভাবনাতেও সেই মা দুর্গাই ভারতমাতা, স্বদেশ মাতা, ভারত ভূমি। হিন্দুত্ববাদীদের নিকট তাই স্বামী বিবেকানন্দ আদর্শ পুরুষ। এখানে একজন মহাপুরুষের কথা বিবৃত করব যাকে অগ্নিপুরুষ, শক্তি পুরুষ, সিদ্ধপুরুষ বা আধ্যাত্ম পুরুষ৷ কোন বিশেষণেই পূর্ণরূপে ব্যক্ত করা যায় না। তিনি ঋষি অরবিন্দ, পূর্বাশ্রমের নাম শ্রী অরবিন্দ ঘোষ। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীনই ভারত আত্মার মুক্তির জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের কথা বলে ভাষণ দেন। আইএএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও সরকারি চাকরি প্রত্যাখ্যান করে তিনি বরদা কলেজে অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। বরদা কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালীনই বিপ্লবের কাজ শুরু করেন। পরে ভগিনী নিবেদিতার সহায়তায় কলকাতাতে গুপ্ত সমিতি স্থাপন করেন। পরে ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্রর অনুশীলন সমিতির সহ সভাপতি হন। ভারত মাতাকে শৃঙ্খলা মুক্ত করার কাজকে তিনি ঐশ্বরিক কাজ বলে মনে করতেন। তিনি আরো বলতেন মাতৃভূমির মুক্তিসংগ্রামের জন্য চাই দেশপ্রেম, আত্মবিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয়। বন্দেমাতরম পত্রিকার সম্পাদক থাকাকালীন তিনি ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের কথা বলেন। ফলে ইংরেজ সরকার তাকে গ্রেপ্তার করে। মৃন্ময়ী মাতৃভূমিকে তিনি চিন্ময়ী মাতৃরূপে দেখতেন। তার কাছে দেশমাতাই ছিল দেবি দুর্গা। রাষ্ট্র সাধনাকে তিনি শক্তিপূজা, দেশমাতৃকার পূজা মনে করতেন। সত্যি বলতে কি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের কল্পিতচরিত্র সন্ন্যাসী নেতা, সন্তান দলের পুরোধা, মঠ অধিপতি, দেশভক্ত সত্যানন্দ ব্রহ্মচারীর জীবনবেদের বাস্তব রূপ আমরা শ্রীঅরবিন্দের জীবনীতে প্রকটভাবে দেখতে পাই। পাঠকগণ যারা শ্রীঅরবিন্দের সেই ছোট্ট পুস্তিকা 'ভবানী মন্দির' পাঠ করেছেন তারা সবাই আমার সাথে একমত হবেন। স্বদেশপ্রেম কোন উচ্চতায় পৌঁছালে তা অধ্যাত্ম-সাধনার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতে পারে তা এই ছোট্ট পুস্তিকা না পড়লে বোঝা যাবে না। এই পুস্তিকাটিতে তিনি একটি মন্দির নির্মাণের কথা বলেছেন, যে মন্দিরের দেবী হবেন দেশ জননী মাতৃরূপা ভবানী ভারতী। ভবানী হলেন মা ভারত মাতা যিনি প্রেম, জ্ঞান, ত্যাগ ও দয়ার প্রতিমূর্তি। নিজের সমগ্র সত্তার মধ্যে দেশমাতা মাতৃরূপা দেবী দুর্গা মিলেমিশে একাকার নাহলে এ পুস্তিকা লেখা যায় না। শুধুমাত্র এই বোধ জন্মালেই কেউ দেশের জন্য প্রাণ দিতে পারেন। ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে বালক ক্ষুদিরামের মত নির্ভীক কণ্ঠে বলতে পারেন, "আমি অক্ষয়,আমি অব্যয়, আমাকে মারে কার সাধ্য!" ইতিহাসের জঞ্জাল যে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয় এবং অরবিন্দ সহ ৩৬ জন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করা হয়। এক বৎসরের অধিক কাল বন্দি দশা কাটানোর সময় অরবিন্দ মহাজাগতিক চৈতন্য প্রভায় প্রভাবিত হন। তিনি ধর্ম ও দর্শন নানা বিষয়ে লিখতে থাকেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের প্রখর যুক্তিবাদী সওয়ালের ফলে অরবিন্দ সহ সতের জন বিপ্লবী মুক্তি লাভ করেন। বিপ্লবের তীর্থভূমি বাংলায় তার শেষ আশ্রয় উত্তরপাড়া। যেখান থেকে তিনি উচ্চমার্গের আধ্যাত্মিকতা ও দেশপ্রেম সম্বলিত পুস্তিকা 'উত্তরপাড়া অভিভাষণ' স্বাধীনতা সাধকদের হাতে অর্পণ করে পন্ডিচেরি চলে যান এবং অখন্ড আধ্যাত্মিক সাধনায় মনোনিবেশ করেন। অরবিন্দ ঘোষ হয়ে ওঠেন মহাঋষি শ্রী অরবিন্দ। স্বামীজি বলছেন ..'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা' -- বীর্য প্রকাশ কর, সাম- দান- ভেদ- দণ্ড-নীতি প্রকাশ কর, পৃথিবী ভোগ কর, তবে তুমি ধার্মিক। আর ঝাঁটা-লাথি খেয়ে চুপটি ক'রে ঘৃণিত-জীবন যাপন করলে ইহকালেও নরক-ভোগ, পরলোকেও তাই। এইটি শাস্ত্রের মত। সত্য, সত্য, পরম সত্য-স্বধর্ম কর হে বাপু! অন্যায় ক'রো না, অত্যাচার ক'রো না, যথাসাধ্য পরোপকার করো। কিন্তু অন্যায় সহ্য করা পাপ, গৃহস্থের পক্ষে; তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধান করতে চেষ্টা করতে হবে।" ... এই ২০২৪ সালে অগষ্টে এসে বাংলাদেশের যে ভয়াবহ রূপ দেখলাম। তা বাস্তবিক রূপায়িত স্বামীজির শক্তিময়ী কথা ঠিক খুরের মতই ধারালো সর্বদা যেন অক্ষরে অক্ষরে প্রজ্বলিত।

সিনেমার খবর

cinema TV

বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে মুখ খুললেন কঙ্গনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে উত্তাল অবস্থায় রয়েছে বাংলাদেশ। পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে ভারতে আবস্থান করছেন শেখ হাসিনা। এবার এই প্রসঙ্গে মুখ খুললেন বলিউড অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউত।

কঙ্গনা বলেন, সমস্ত ইসলামিক রাষ্ট্রেই এটা আজ না হয় কাল ঘটেই। ইসলাম প্রধান দেশে সবসময়ই একটা চেষ্টা চলে অন্য ধর্মকে সম্পূর্ণ ভাবে শেষ করে দেয়ার। তবে কঙ্গনার বিশ্বাস যাই হোক না কেন সন্তান ধর্মের বাতি কখনই নেভে না। সেটা জ্বলতেই থাকে।

প্রসঙ্গত, সোমবার পদত্যাগ করেছেন শেখ হাসিনা। আর তার পদত্যাগের পরই অশান্ত হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ। চলছে লুটতরাজ। শেখ হাসিনা বোনকে সঙ্গে নিয়ে ভারতে সাময়িক আশ্রয় নিয়েছেন।

এদিকে শান্তিতে নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান উপদেষ্টা করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে। মঙ্গলবার (৬ আগস্ট) বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে তিন বাহিনীর প্রধানগণ ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কদের তিন ঘণ্টার বেশি সময় ধরে চলা বৈঠকের পর নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান করে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত হয়।

রাষ্ট্রপতির প্রেসসচিব জয়নাল আবেদীন এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, বঙ্গভবনে মঙ্গলবার রাতে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কসহ সংশ্লিষ্টদের বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বাকি সদস্যদের নাম চূড়ান্ত হবে।

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আসিফ নজরুল এবং অধ্যাপক তানজীম উদ্দিন খান ছিলেন। বৈঠকে তিন বাহিনীর প্রধানরাও উপস্থিত ছিলেন। এর আগে শিক্ষার্থীরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে অধ্যাপক মো. ইউনূসের নাম প্রস্তাব করেছিল। এতে সম্মত হয়েছেন অধ্যাপক ইউনূসও।

সালমানের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন এই নায়িকা?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শাহরুখ খানের হাত ধরেই বলিউডে আত্মপ্রকাশ নয়নতারার। দক্ষিণী এ অভিনেত্রীর 'জওয়া' সিনেমায় শাহরুখের সঙ্গে জুটি বেশ মনে ধরেছে দর্শকের। কিন্তু, তার মন জুড়ে রয়েছেন অন্য কেউ। তিনি হলেন সালমান খান। সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে তিনি প্রকাশ করেছেন তার ভালোবাসার কথা।

সালমান খানের 'ম্যায়নে পেয়ার কিয়া' সিনেমার একটি দৃশ্য ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে ভাগ করে নেন নয়নতারা। সেখানে দেখা যাচ্ছে ভাগ্যশ্রী ও সালমানের দৃশ্যের স্থিরচিত্র। নিচে সংলাপ, 'আমাদের বন্ধুত্বকে তুমি কী নাম দেবে?' সঙ্গে বাজছে, ছবির জনপ্রিয় গান, 'দিল দিওয়ানা, বিন সজনাকে মানে না...'। নয়নতারা জানিয়েছেন, তার প্রিয় এই ছবিটি তিনি আরও একবার দেখলেন।

তিনি লিখেছেন, 'এরা দুই জন এবং এই ছবিটি, বিশুদ্ধ ভালোবাসা।' সঙ্গে রয়েছে দু'টি ভালোবাসার ইমোজি। বোঝাই যায়, নয়নতারা একজন সালমান ভক্ত।

তবে এই প্রথম নয়, সালমানের প্রতি তার অনুরাগের কথা নয়নতারা এর আগেও প্রকাশ্যে জানিয়েছেন।

তারুণ্য ধরে রাখতে যেসব পানীয়ে ভরসা রাখেন বলিউড নায়িকারা

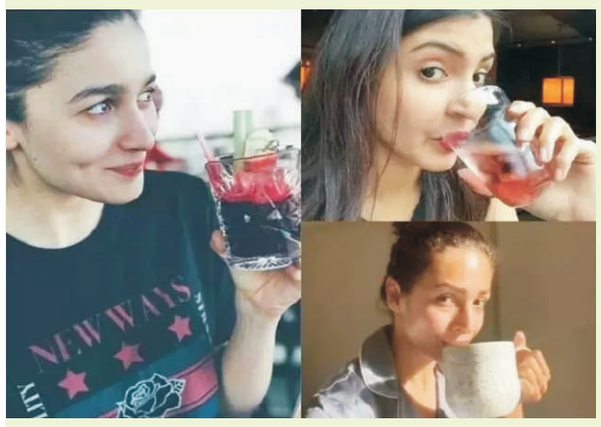

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ত্বকের উজ্জ্বলতা ও তারুণ্য ধরে রাখতে অনেকেই অনেক কিছু করেন। এটি ঠিক রাখতে ব্যায়াম যতটা জরুরি, ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ খাদ্যাভ্যাস। এক্ষেত্রে অনুসরণ করা যেতে পারে বলিউড নায়িকাদের।

এর কারণ, জীবনযাপনে বেশি যত্নশীল হতে দেখা যায় হিন্দি সিনেমার জগতের এই সুন্দরীদের। যার প্রমাণ তাদের চেহারায় মেলে। চলুন দেখে নিই বলিউডের কয়েকজন নায়িকা প্রতিদিন সকালে কোন পানীয় পান করে তারুণ্য ধরে রাখেন।

আনুশকা শর্মা

আপনি যদি আনুশকা শর্মার মতো নিজেকে সুন্দর রাখতে চান, তাহলে আপনার উচিত 'এল্ডারফ্লাওয়ার টি' পান করা। এই চা সাইনোসাইটিস, ঠান্ডা, ফ্লু, ডায়াবেটিস এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের উপসর্গ কমাতে খুবই কার্যকর।

দিনে ৩ থেকে ৪ কাপ এই চা পান করার চেষ্টা করুন। এই চায়ের মধ্যে ভিটামিন সি রয়েছে, যা এটিকে একটি শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে পরিণত করে। এটি তৈরি করার পর আপনি আধা চা চামচ বেকিং সোডা এবং লেবুর রস মিশিয়ে পান করতে পারেন।

সোনম কাপুর

ফ্যাশন এবং ফিটনেসের জন্য জনপ্রিয় সোনম কাপুরকে করোনার লকডাউনের মধ্যে রান্নায় অনেক পরীক্ষা - নিরীক্ষা করতে দেখা গেছে। তবে নিজেকে সতেজ রাখার জন্য সকালে উঠে পান করেন 'বাবল টি'। কেউ কেউ একে পার্লমিল্ক টিও বলেন।

এই চায়ের মধ্যে সাবুদানার বীজ রাখা হয়। এর সঙ্গে কিছু বরফও যোগ করা হয়, তাই এটি আইসড চা হিসেবেও জনপ্রিয়। এই বাবল টি মূলত তাইওয়ান থেকে আমদানি করা হয় বিভিন্ন দেশে।

তাপসী পান্নু

যদি খুব সকালে গ্রিন টি পান করতে না পারেন, তাহলে তাপসী পান্নুর প্রিয় শসা বা সেলারির রস ব্যবহার করে দেখুন। এটা করা খুব সহজ। একটি জুসারে শসা, থাইম এবং আপেল ওয়েজের টুকরা যোগ করুন এবং ব্লেন্ড করুন। এগুলো ছেঁকে রসটি একটি গ্লাসে রাখুন, অর্ধেক লেবুর রস মিশিয়ে পান করুন। শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বের করার জন্য এটি একটি দুর্দান্ত ডিটক্স পানীয়।

মালাইকা আরোরা

মালাইকা অরোরা নিজেকে ফিট রাখতে গ্রিন স্মুদি পান করেন। তিনি বলেছিলেন যে, সকালে নিয়মিত নারকেল এবং আপেল বেস গ্রিন স্মুদি খান। এটি তাকে তাজা এবং ফিট রাখতে সাহায্য করে।

আলিয়া ভাট

আলিয়া ভাট নিজেকে সুস্থ ও ফিট রাখতে কোকুম জুস এবং বিটরুটের রসের ওপর নির্ভর করেন। এটি তার সকালের লাইফলাইন। ওজন কমানোর জন্য কোকুম জুস খুবই ভালো একটি স্বাস্থ্যকর পানীয়।

এই জুস রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং রক্তে শর্করার মাত্রা ঠিক রাখে, অন্যদিকে বিটরুটের রস রক্তচাপ কমাতে এবং স্ট্যামিনা বাড়াতে খুবই উপকারী।

এছাড়া আলিয়া ডিটক্স পানীয় হিসেবে লেবুর রস এবং এক চামচ মধু মিশিয়ে গরম পানি পান করেন, যা তাকে সবসময় সতেজ রাখে।

নায়িকা মিমি চক্রবর্তীর উজ্জ্বল ত্বকের রহস্য কী জানুন

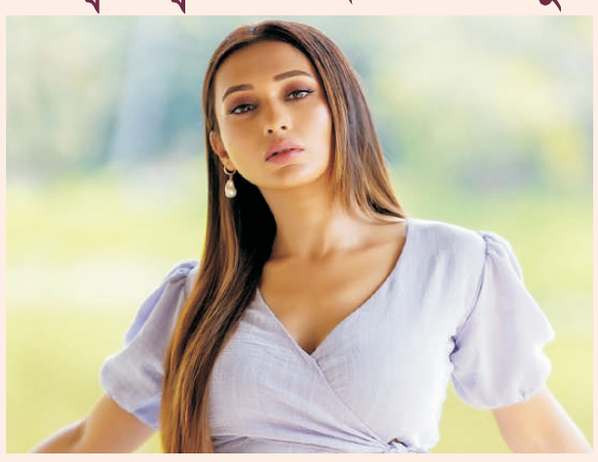

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তারকাদের জীবন নিয়ে সাধারণ মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই। কিছুদিন আগেই কলকাতার অভিনেত্রী এবং যাদবপুরের প্রাক্তন সংসদ সদস্য মিমি চক্রবর্তী কথা দিয়েছিলেন, তিনি তার 'সিক্রেট' সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সবার সামনে আনবেন।

যেমন বলা তেমনি কাজ। ইনস্টাগ্রাম ভিডিওর মাধ্যমে এক এক করে নিজের গোপন কথা সবার সামনে তুলে ধরছেন ওপার বাংলার দুষ্টু মিষ্টি নায়িকা মিমি। সেই ধারাবাহিকতায় এবার তিনি জানালেন তার উজ্জ্বল ত্বকের রহস্য। এটা মিমির তিন নম্বর সিক্রেট।

ত্বক উজ্জ্বল রাখতে অভিনেত্রীর একটাই পরামর্শ, 'পানি খান, হাইড্রেটেড থাকুন'। মিমি ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিওটি শেয়ার করেছেন। সেখানে শুটিংয়ের ফাঁকে বিভিন্ন সময় বারবার তাকে পানি এবং জুস খেতে দেখা গেছে। তার উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত ত্বকের রহস্য পর্যাপ্ত পানি পান।

অর্থাৎ, ত্বক উজ্জ্বল আর প্রাণবন্ত রাখতে মানুষ যেখানে হাজার হাজার টাকা খরচা করেন, নিয়মিত পার্লারে যান ত্বকের যত্ন নিতে, এ ক্রিম সে ক্রিম মাখেন- সেখানে বিনামূল্যের পানিই ত্বক উজ্জ্বল রাখতে সিদ্ধহস্ত। এটা অবাক হওয়ারই বিষয়।

এর আগে প্রথমে নিজের পিৎজা সিক্রেট সামনে এনেছিলেন মিমি চক্রবর্তী। তারপর সিক্রেট-টু'তে তিনি জানিয়েছেন তার 'আম জিন্দেগি'র কথা। সিক্রেট-থ্রি'তে দিলেন সুন্দর ত্বক ধরে রাখার পরামর্শ।

এদিকে, বর্তমানে খুব কমই মিমিকে রুপালি পর্দায় দেখা যাচ্ছে। শেষবার তাকে দেখা গেছে বাংলাদেশি সুপারস্টার শাকিব খানের বিপরীতে 'তুফান' সিনেমায়। যেটি কোরবানির ঈদে মুক্তি পায়। নিজের ইন্ডাস্ট্রিতে হাতে তেমন কাজ নেই মিমির। নেই রাজনৈতিক ব্যস্ততাও।

আরিয়ানের চেয়ে বয়সে বড় প্রেমিকা লারিসা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউডে পা রাখতে না রাখতেই প্রেমে পড়েছেন শাহরুখ খানের দুই সন্তান, আরিয়ান আর সুহানা, এ কথা এখন ইন্ডাস্ট্রির গোপন সিক্রেট। রবিবার মুম্বাইয়ের এক ইভেন্টে একসঙ্গে হাজির হয়েছিলেন ভাই-বোন। আর সকলকে চমকে দিয়ে তাদের চর্চিত প্রেমিক-প্রেমিকা অগস্ত্য নন্দা ও ব্রাজিলিয়ান মডেল লারিসা বনেসিও ছিলেন। ক্যাজুয়াল কালো রঙের প্রিন্টেড টি-শার্ট পরে এসেছিলেন আরিয়ান। সঙ্গে ওয়াশড জিন্স ও ডেনিম জ্যাকেট। একটি বডি হাগিং ম্যাক্সি ড্রেস বেছে নিয়েছিলেন সুহানা। লারিসা পরেছিলেন কালো মিনি ড্রেস। অগস্ত্যকে দেখা গেল সাদা শার্ট ও ডেনিমে।

শোনা যায়, শাহরুখ-পুত্রের পোশাক সংস্থার বিজ্ঞাপনে কাজ করতেন লারিসা। সেখান থেকেই তাদের প্রথম আলাপ। তারপর তা ধীরে ধীরে গড়ায় প্রেমে। এদিকে লারিসা কিন্তু বয়সে আরিয়ানের থেকে বছর সাতেকের বড়। ১৯৯০ সালে জন্ম। ব্রাজিলের নাগরিক হলেও, ভারতে অনেক বছর ধরে কর্মরত তিনি। এছাড়া টাইগার শ্রফ, স্টেবিন বেন এবং সুরজ পাঞ্চোলিদের সঙ্গে মিউজিক ভিডিও করেছেন। ২০১১ সালে রোহিত ধওয়ানের পরিচালনায় 'দেশি বয়েজ' ছবিতে অক্ষয় কুমার এবং জন আব্রাহাম একটি গানে অভিনয় করেন লারিসা। ছিলেন ২০১৩-এর সিনেমা গো গোয়া গন-এও। সমাজ মাধ্যমে তার প্রায় ৫ লাখ ফলোয়ার্স। আর সেই ফলোয়ার্সের তালিকা জ্বলজ্বল করছে আরিয়ানের নামটাও।

এদিকে আরিয়ানের জন্ম ১৯৯৭ সালে। এখনো গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডে অফিসিয়ালি পা রাখা বাকি। তবে একাধিক ব্যবসা ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছেন তিনি। শাহরুখ-পুত্র খুব কম সংখ্যক মানুষকে ফলো করেন ইনস্টাগ্রামে। তবে সেই তালিকায় নিজের পরিবারের সঙ্গে লারিসাও রয়েছে। আরিয়ানের বোন সুহানা খানও ফলো করেন হবু বউদিকে। তবে শাহরুখ বা গৌরী, কেউ ফলো করেন না লারিসাকে। যদিও লারিসার ইনস্টাগ্রামে গেলে শাহরুখ-গৌরীর সঙ্গে ছবি দেখা যায় এই সুন্দরীর।

এদিকে সুহানা খান প্রেমে পড়েন তার প্রথম সিনেমা দ্য আর্চিস এর সেটে। বচ্চন পরিবারের নাতি অগস্ত্য নন্দাকে মন দিয়েছেন তিনি বলে খবর। যদিও ভাই-বোন কেউই তাদের সম্পর্ক নিয়ে মুখ খোলেননি এখনো প্রকাশ্যে। কাজের সূত্রে, আরিয়ানকে দেখা যাবে তার প্রথম পরিচালনা, ওয়েব সিরিজ স্টারডমে। যেখানে বলিউডের বহু তারকারা কাজ করেছেন। আর সুহানা নেটফ্লিক্সের সিনেমা দ্য আর্চিজের পর বড় পর্দায় আসছেন বাবাকে সঙ্গে নিয়ে। সুজয় ঘোষের দ্য কিং ছবিতে দেখা যাবে শাহরুখ-সুহানাকে একত্রে।

মেসির বাড়িতে হামলা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আর্জেন্টাইন মহাতারকা লিওনেল মেসি দীর্ঘদিন ধরে স্পেনের বার্সেলোনায় ছিলেন।ক্লাব ফুটবলে বার্সেলোনার ঘরের ছেলে তিনি। ফলে স্পেন ছিল তার দ্বিতীয় বাড়ির মতো। সেখানকার ইবিজায় রয়েছে তার বাড়িও, 'ইবিজা ম্যানশন' নামের সেই বাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটেছে। পরিবেশবিষয়ক আন্দোলনকারীরা মেসির ১১ মিলিয়ন ইউরো সমমূল্যের বাড়িটি 'পরিবেশ দূষণে সহায়ক' বলে দাবি তুলেছেন।

আন্দোলনকারীদের সংগঠন 'ফিউচারো ভেজেটাল' চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকেই মেসির ইবিজা ভিলায় ভাংচুর চালায় বলে জানিয়েছে যুক্তরাজ্যের সংবাদমাধ্যম 'দ্য হাফিংটন পোস্ট'। এমনকি সেই বাড়ির দেয়ালে লাল-কালো রঙে প্রতিবাদী স্লোগান লিখে দেয় তারা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া পোস্টে দেখা যায়, সংগঠনটির দুই সদস্য একটি ব্যানার নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন। যেখানে লেখা ছিল, 'বিশ্বকে বাঁচান, ধনীদের প্রতিরোধ করুন এবং পুলিশ সরিয়ে নিন।' তাদের মতে, সরকারের নীতিমালা জলবায়ুজনিত সঙ্কট বাড়িয়ে তুলছে।

পরিবেশ আন্দোলনকারীদের সংগঠনটি নিজেদের এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলে এক বিবৃতিতে জানায়, 'আমরা মেসির অবৈধ ইবিজার বাড়িতে রঙ মাখিয়েছি। এই বাড়িটি অবৈধ উপায়ে নির্মাণ করা হয়েছে, যেখানে সাবেক এই বার্সা তারকা ১১ মিলিয়ন ইউরোরও বেশি অর্থ ব্যয় করেছেন। ওই বাড়ি নির্মাণের সময়ও ২-৪ মানুষ নিহত হন এবং নির্মাণসংক্রান্ত কাজের কারণে তাপপ্রবাহ বেড়েছে।'

তারা আরও জানায়, 'পুরো জনসংখ্যার এক শতাংশ ধনী, যারা কার্বন নিঃসরণের দায়ী। এটি সম্ভব হয়েছে সরকারী কর্তৃপক্ষ ইকোনমিক-সোশ্যাল সিস্টেমের কথা বলে তাতে সমর্থন দিচ্ছে, যা যেকোনো প্রাণের জন্য হুমকিস্বরূপ। অথচ এই সঙ্কটের জন্য অভিবাসীদের দায় দেওয়া হচ্ছে এবং সহিংস আচরণের মুখে ফেলছে তাদের। আমরা সামাজিক এই অসমতা ও নিরাপদ এক বিশ্বের জন্য লড়াই করছি। চলুন এই সমস্যা সমূলে উৎপাটন করি, জলবায়ুর সঙ্কট মোকাবিলায় বড় পরিবর্তন প্রয়োজন।'

এদিকে, আরেক ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ডেইলি মিরর বলছে, ২০২২ সালে মেসি সান জোসেফের এই সম্পত্তি কেনেন। যেখানে স্ত্রী অ্যান্তোনেল্লা রোকুজ্জো এবং তিন সন্তানকে নিয়ে বছরের পর বছর মেসিদের সেখানে পরিদর্শনে যেতে দেখা গেছে। এদিকে, স্প্যানিশ বাড়িতে হামলার ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি মেসির। তবে ইন্টার মায়ামির হয়ে মাঠে নামার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকা আলবিসেলেস্তে তারকার জন্য নিশ্চিতভাবেই এটি দুঃসংবাদই হতে যাচ্ছে!

অলিম্পিকে বিশ্বরেকড

ভেঙে তৃপ্ত দুপ্লান্তিস

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : স্তাদে দে ফ্রান্সে থাকা দর্শকদের হতাশ করেননি আরমান্দ দুপ্লান্তিস। অলিম্পিকের মঞ্চে ঠিকই পোল ভল্টে নতুন বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন এই সুইডিশ।

গত এপ্রিলেই ৬.২৪ মিটার লাফ দিয়ে রেকর্ড গড়েন দুপ্লান্তিস। এবার অলিম্পিকে ৬.২৫ মিটার উচ্চতা নিয়ে সোনা জেতেন তিনি। পূরণ করেন শৈশবের স্বপ্ন। যুক্তরাষ্ট্রের স্যাম কেনড্রিকস রূপা ও গ্রিসের এমানুইল কারালিস পান ব্রোঞ্জ।

নবমবারের মতো পোল ভল্টে বিশ্বরেকর্ড ভেঙে দুপ্লান্তিস বলেন, 'আমি আর কী বলতে পারি। আমি কেবল অলিম্পিকে বিশ্বরেকর্ড ভাঙলাম, যা একজন পোল ভল্টারের জন্য সম্ভাব্য সবচেয়ে বড় মঞ্চ। অলিম্পিকে বিশ্ব রেকর্ড ভাঙাটা শৈশব থেকেই আমার সবচেয়ে বড় স্বপ্ন এবং সবচেয়ে উন্মাতাল দর্শকের সামনে তা করতে পেরেছি আমি।'

'আমার পক্ষে যতটা সম্ভব ছিল, আমি নিজের চিন্তাটা পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করেছি। দর্শক উন্মাতাল হয়ে গিয়েছিল। এত শব্দ হচ্ছিল যে আমার কাছে মনে হয়েছে, এটা আমেরিকান কোনো ফুটবল ম্যাচের মতো। এক লাখ ধারণক্ষমতার স্টেডিয়ামে (প্রতিযোগিতায় নামার) নামার অভিজ্ঞতা আমার খুবই কম। কিন্তু আমি এভাবে আকর্ষণের কেন্দ্রে কখনোই ছিলাম না। সবাই আমাকে যে শক্তিটা জোগাচ্ছিল, আমি শুধু সেটা কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছি। তারা আমাকে অনেক শক্তি জুগিয়েছে, এটা কাজে লেগেছে।'

বার্সেলোনায় ফিরছেন ওলমো!

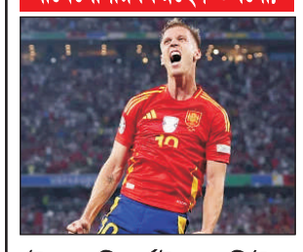

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গত কয়েক মৌসুম ধরেই নিজেদের সাবেক ফুটবলার দানি ওলমোকে বার্সেলোনায় ফিরিয়ে আনার গুঞ্জন উঠছিল। তবে শেষ পর্যন্ত তা গুঞ্জন আকারেই থেকে গেছে। তবে চলতি মৌসুমে সাফল্য পেতে যাচ্ছে কাতালান ক্লাবটি। এরমধ্যেই ওলমোকে পেতে আরবি লাইপজিগের সঙ্গে মৌখিক আলোচনা চূড়ান্ত করে ফেলেছে দলটি। এমন সংবাদ বেশ ফলাও করেই প্রচার করছে স্প্যানিশ গণমাধ্যম।

সংবাদ অনুযায়ী, ওলমোর চুক্তি বাস্তবে পরিণত হওয়ার খুব কাছাকাছি রয়েছে বার্সেলোনা। প্রাথমিক চুক্তি অনুসারে, আগামী ২০৩০ সাল পর্যন্ত বার্সেলোনায় খেলবেন ওলমোর। স্প্যানিশ সংমাধ্যম মুনেদা দিপোর্তিভোর সংবাদ অনুযায়ী, তাকে পেতে ৪৭ মিলিয়ন ইউরো খরচ হবে ক্লাবটির। এছাড়াও শিরোপা জয় এবং ৬০ শতাংশ ম্যাচ খেলার ভিত্তিতে রয়েছে বোনাস।

মঙ্গলবার স্থানীয় সময় খুব ভোরে ওলমো, তার বাবা এবং ফুটবলারের এজেন্ট জুয়ানমা লোপেজ এবং অ্যান্ডি বারার সঙ্গে জার্মান শহরটিতে দেখা করেন বার্সেলোনা ক্লাবের স্পোর্টিং ডিরেক্টর। শহরটিতে গত রাতেই এসেছিলেন ডেকো। দুই পক্ষের উপস্থিতিতে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

এবার ইংল্যান্ডকে কাঁদিয়ে স্পেনের রেকর্ড চারবারের মতো ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে নেওয়ার অন্যতম মূলনায়ক ছিলেন ওলমো। যে কারণে তার প্রতি আগ্রহটা এবার আরও বাড়ে তাদের। বার্সেলোনার তরুণ তারকা লামিনে ইয়ামাল ও অ্যাথলেতিক বিলবাওর নিকো উইলিয়ামসের সঙ্গে ওলমোর রসায়নটাও ছিল দেখার মতো। ওলমোর সঙ্গে নিকোকেও চাইছে বার্সা।

চলমান অস্থিরতায় বাংলাদেশের পাশে

বার্সার স্প্যানিশ তারকা গাভি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শিক্ষার্থীদের কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে অস্থির সময় পার করছে বাংলাদেশ। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হামলায় বিপুল হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতির খবর গণমাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। কোটা সংস্কার আন্দোলন এখন রূপ নিয়েছে সরকারের পদত্যাগের ১ দফা দাবিতে। রবিবার সন্ধ্যা থেকে আবারও দেশে চালু হয়েছে সান্ধ্য আইন। সাধারণ ছাত্রদের এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন সাধারণ শ্রেণি-পেশার মানুষ।

দেশের ক্রীড়াঙ্গনের অনেকেই সমর্থন জানিয়েছেন সাধারণ ছাত্রদের প্রতি। বাংলাদেশের জন্য নিজেদের প্রার্থনা আর ভাবনার কথা জানিয়েছেন বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন তারকা এনজো ফার্নান্দেজ। এবার দেশের এই পরিস্থিতিতে বার্তা এলো স্পেনের তারকা পাবলো গাভির কাছ থেকে।

বার্সেলোনায় খেলা এই স্প্যানিশ মিডফিল্ডা সন্ধ্যায় নিজের একটি ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে বাংলাদেশের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন। ক্ষুদ্র এই বার্তায় গাভি লিখেছেন, 'বাংলাদেশে যা হয়েছে, তা শুনে আমি মর্মাহত। আমি আশা করি আপনারা যত দ্রুত সম্ভব এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসবেন। আপনাদের প্রতি আমার সমবেদনা।' ছোট এই ক্যাপশনের পর বাংলাদেশের পতাকা এবং দুটো ইমোজি ব্যবহার করেছেন গাভি।

১৯ বছর বয়েসী পাবল গাভি বর্তমানে বার্সেলোনার মূল একাদশের নিয়মিত খেলোয়াড়। ২০২২ সালে ফ্রান্স ফুটবল ম্যাগাজিনের পক্ষ থেকে ব্যালন ডি' অরের মঞ্চে পেয়েছিলেন সেরা উদীয়মান খেলোয়াড়ের 'কোপা পুরস্কার।' বর্তমানে পাবলো গাভি ব্যস্ত আছেন যুক্তরাষ্ট্রে প্রি-সিজন টুরে। সেখান থেকেই বাংলাদেশের পাশে থাকার বার্তা দিলেন তিনি।

এর আগে বাংলাদেশের চলমান দুঃসময়ে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন আর্জেন্টিনার মিডফিল্ডার এনজো ফার্নান্দেজ। নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকের অফিসিয়াল পেজে তিনি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সংহতি জানিয়ে লাল কাপড়ে চোখ ঢাকা প্রতীকি ছবি শেয়ার করেন। যার পেছনে বাংলাদেশের পতাকা। এমন ছবি সাম্প্রতিক সময়ে দেশীয়দের ফেসবুকে বহুল ব্যবহৃত ছবির একটি।

সেই পোস্টের ক্যাপশনে এনজো লেখেন, 'বাংলাদেশের আমার সব ভক্তকে বলছি, আমি তোমাদের কথা শুনছি, তোমাদের জন্য প্রার্থনা করছি।' এর আগে আরেকটি পোস্টে চেলসির এই তারকা মিডফিল্ডার লিখেছিলেন, 'বাংলাদেশে থাকা যেসব মানুষ ভোগান্তির মধ্যে আছেন, তাদের জন্য আমার প্রার্থনা ও সহমর্মিতা রইল।'

পদত্যাগ করেছেন অস্ট্রেলিয়া

ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাহী প্রধান নিক হকলি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ডের (সিএ) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) নিক হকলি পদত্যাগ করেছেন। কোভিড মহামারীর সময় অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটের অন্তবর্তীকালিন প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন নিক হকলি। বোর্ডের ক্রান্তিলগ্নে দায়িত্ব নিয়ে দেশটির ক্রিকেটকে অনেকটাই স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসেন তিনি। যে কারণে ২০২১ সালে তাকে পূর্ণ নির্বাহী নিয়োগ করা হয়। তবে এবার সেই পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন হকলি। চলতি মৌসুমের গ্রীষ্মের পরেই পদ ছাড়বেন তিনি। বোর্ডের উন্নতির লক্ষ্যে পরবর্তীদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন হকলি।

পদত্যাগ নিয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন নিকলি। তিনি বলেন, 'এই সিদ্ধান্তটি চ্যালেঞ্জিং ছিল। কিন্তু সামনে একটি প্রতিশ্রুতিপূর্ণ গ্রীষ্ম মৌসুম এবং আমাদের পাঁচ বছরের কৌশলগত পরিকল্পনা ভালোভাবে চলছে। এটি আমার জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ খোঁজার সঠিক সময়। এটি বোর্ডকে নতুন সিইও নিয়োগের জন্য যথেষ্ট সময় প্রদান করবে। ইতিমধ্যেই আমরা শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করেছি। আমি আসন্ন মৌসুমে সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং একটি মসৃণ উত্তরণ নিশ্চিত করতে বোর্ডকে সমর্থন করবো।'

করোনাকালীন সময়ে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটের দায়িত্ব নিয়ে অনেকগুলো চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছিলেন হকলি। সীমান্ত বন্ধ, সিরিজ বন্ধ, ভারতের সঙ্গে টেস্ট সিরিজ আয়োজন এমনকি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয় তাকে।

অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটের সিইও হিসেবে নভেম্বর-ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে ভারতের বিপক্ষে সিরিজে দায়িত্ব পালন করবেন হকলি। এরপর তার অধীনেই জানুয়ারি মাসে নারী অ্যাশেজ টুর্নামেন্ট খেলতে অস্ট্রেলিয়া।

ঢাকা ও সিলেটে

বিশ্বকাপ হওয়া নিয়ে হঠাৎ শঙ্কা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গণঅভ্যুত্থানে বদলে গেছে বাংলাদেশের দৃশ্যপট। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ক্রীড়াঙ্গনে ঘুরপাক খাচ্ছে নানা প্রশ্ন। তবে আপাতত সবচেয়ে বড় শঙ্কা হয়ে দেখা দিয়েছে সামনের নারী বিশ্বকাপ।

আগামী ৩ অক্টোবর বাংলাদেশে নারী বিশ্বকাপ শুরু হওয়ায় কথা। ঢাকার মিরপুরের শেরে-বাংলা স্টেডিয়াম ও সিলেটের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে হওয়ার কথা বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো। কিন্তু বাংলাদেশের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এখানে বিশ্বকাপ আয়োজন নিয়ে নতুন করে ভাবছে আইসিসি।

ক্রিকেটবিষয়ক ওয়েবসাইট ক্রিকইনফো ও ক্রিকবাজ বলছে, বাংলাদেশের দিকে তীক্ষ্ম নজর রাখছে আইসিসি। আগামী কিছুদিনের মধ্যে এখানে নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নতি না হলে বিশ্বকাপ সরিয়ে নেওয়ার চিন্তা করবে তারা।

এক্ষেত্রে ভারত, শ্রীলঙ্কা ও আরব আমিরাতের কথা মাথায় রয়েছে আইসিসির। অবশ্য ভারতে পাকিস্তান আসবে কিনা, সে প্রশ্ন আছে। শ্রীলঙ্কায় ওই সময়ে আছে বৃষ্টির সম্ভাবনা। ফলে বাংলাদেশ থেকে যদি শেষমেশ বিশ্বকাপ সরেই যায়, তবে সেটা হতে পারে আরব আমিরাতে।

আইসিসির এক কর্মকর্তা বলেছিলেন, ওবিসিবির সঙ্গে সমন্বয় রেখে আইসিসি গভীরভাবে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করছে। আমাদের কাছে নিরাপত্তা অগ্রাধিকার পাবে। নারী বিশ্বকাপ হবে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে। দশটি দল খেলবে এতে। ম্যাচ হবে ২৩টি। ফাইনাল ২০ অক্টোবর।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR